সমকাল

তারিখ 2-4-JUL-2017 ... পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

ক্যাডেট কলেজে সাফল্যের ধারা

বরিশাল

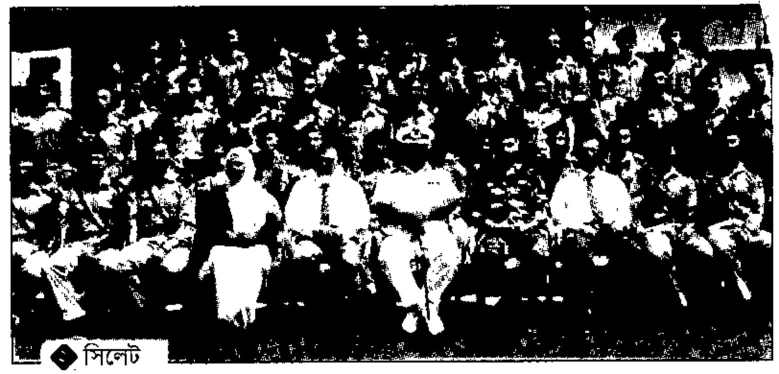
সিলেট

রংপুর

মির্জাপুর

এইচএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বরিশাল সিলেট রংপুর ও মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে শিক্ষকরা
■ সমকাল

■ সমকাল ডেস্ক

প্রতিবারের মতো এবারের এইচএসসি পরীক্ষায়ও দেশের ক্যাডেট কলেজগুলোতে সাফল্যের ধারা অব্যাহত রয়েছে। ১২টি ক্যাডেট কলেজের ৬০১ শিক্ষার্থীর সবাই পাস করেছেন। এর মধ্যে জিপিএ ৫ পেয়েছেন ৫৭৬ জন। ব্যুরো ও প্রতিনিধিদের পাঠানো খবর :

সিলেট : এবারও সিলেট শিক্ষা বোর্ডে সেরাদের সেরা প্রতিষ্ঠান হয়েছে সিলেট ক্যাডেট কলেজ ও জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজ। পাশাপাশি একক প্রতিষ্ঠান হিসেবে সবচেয়ে বেশি জিপিএ ৫ পেয়ে সিলেট শিক্ষা বোর্ডের সেরাদের তালিকায় উঠে এসেছে জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল অ্যান্ড কলেজের নাম। এ বছর সিলেট শিক্ষা বোর্ডে জিপিএ ৫ পেয়েছেন ৭০০ শিক্ষার্থী। এ দুটি প্রতিষ্ঠান মিলে শিক্ষার্থীরা পেয়েছেন ২৯৮টি জিপিএ ৫। অর্থাৎ এ দুটি প্রতিষ্ঠান মিলে জিপিএ ৫ পায় ৪২ দশমিক ৫৭ শতাংশ।

এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় সিলেট ক্যাডেট কলেজের বিজ্ঞান বিভাগ থেকে ৪৯ জন পরীক্ষার্থীর সবাই জিপিএ ৫ পেয়েছেন। গেল বছরও একইভাবে তারা বোর্ডে সেরা হন। শিক্ষা কার্যক্রমে ক্যাডেটরা আকর্ষণীয় সাফল্য অর্জন করায় কলেজ অধ্যক্ষ কমান্ডার এম সাইফুর রহমান (ট্যাজ) পিএসসি খুবই আনন্দিত। আগামীতেও সাফল্যের এই ধারা বজায় রাখবে বলে আশ্বাবাদ ব্যক্ত করেন তিনি।

ময়মনসিংহ : এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় ময়মনসিংহ গার্লস ক্যাডেট কলেজ থেকে ৫০ শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে সবাই উত্তীর্ণ হয়েছেন। তাদের মধ্যে জিপিএ ৫ পেয়েছেন ৪৫ জন।

এইচএসসির ফল

ফেনী : ফেনীতে এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষায় ফল বিপর্যয় হয়েছে। গত বছরের তুলনায় পাসের পরিমাণ ও জিপিএ ৫ পাওয়ার সংখ্যা আশঙ্কাজনকভাবে কমে গেছে। তবে সাফল্যের ধারাবাহিকতায় এবারও ফেনী গার্লস ক্যাডেট কলেজ এইচএসসি পরীক্ষায় ফেনী জেলায় সবচেয়ে ভালো ফলাফল করেছে। এ কলেজের শতভাগ ছাত্রী পাস করেছেন। ৫২ শিক্ষার্থী জিপিএ ৫ অর্জন করেছেন।

মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) : টাঙ্গাইলের মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজ একজন বাদে সকলেই জিপিএ ৫ পেয়েছেন। কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগের ৪৮ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ নেন। এর মধ্যে জিপিএ ৫ পেয়েছেন ৪৭ জন।

জিপিএ ৫ প্রাপ্ত কৃতী ছাত্ররা হলেন আহসান উল হাসান, তামিম আহমেদ, তানভীর হোসাইন রকিব, সাইফ আল সাফাত, মো. কামরুল ইসলাম, ফয়সাল ইমরান সোহাগ, মো. মারুফ আল আলিফ খান, মো. মারজান ফিরোজ, এজেডএম ওলিউল্লাহ, মাশরুফ হাসান নাইম, মো. মাহিন জামান লাবিব, মো. রায়হান কবির, মো. সাহাব উর রহমান, আবু জাহিদ মো. রাগিব, মো. শিহাব শাহরিয়ার, মো. হাসিবুল ইসলাম আপন, এসএম আফিফ ইবনে ইয়ার, মো. আনাস আমিন রহমান, মো. তানভীর আহমেদ হৃদয়, নাজমুস সাকিব ইবনে শাহিন, মো. সুলতান মাহমুদ, মো. মেহেদী হাসান, একেএম সাফা মুত্তাকিন, শিরাজুল মামুন মীম, রকিন এম ইকতিদার, আবির হাসান ভূঁইয়া, মো. ফাইয়াজ শাহরিয়ার, শামেন আবির শান্ত, শাহরিয়ার আহমেদ পাভেল, শাহরিয়ার আহমেদ, মো. শিহাব মহতাসিন শুভন, মো. সাজেদ রহমান, সৈয়দ ফরহান আহমেদ, সাদ বিন জহির, মাহমুদুল হাসান ইউসুফ, আরিফ মোহাম্মদ ইফতেখার, মাশরাফি বিন আজম, তৌফিক ইলাহি, ইমরানুল বাশার, মো. সাকলাইন তুষার ভূঁইয়া, খন্দকার সাদমান সাকিব, কাওছার আহমেদ ইয়াছিন, আল শাহরিয়ার আহমেদ, মো. ফাতিন ইশরাক ফারুক, আশিকুর রহমান ও তামজিদ শারহান হোসাইন। এ ছাড়া অনিয়মিত মো. নাহিদ হোসেন সাকিব এ গ্রেড পেয়েছেন বলে সূত্রটি জানিয়েছে।

এ ব্যাপারে মির্জাপুর ক্যাডেট কলেজের অধ্যক্ষ মো. ওহিদুর রহমানের সঙ্গে কথা হলে তিনি জানান, নিয়মানুবর্তিতা, ছাত্রশিক্ষক ও অভিভাবকদের সচেতনতা এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই এ সুন্দর ফলাফল অর্জন করা সম্ভব হয়েছে।

এসব কলেজে কেউ পাস করেনি

■ মাগুরা ও নোয়াখালী (উত্তর) প্রতিনিধি

মাগুরা সদরের শিবরামপুর স্কুল অ্যান্ড কলেজ ও মহম্মদপুর উপজেলা সদরের ড. বীরেন শিকদার স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে কেউ পাস করেননি।

কলেজ সূত্রে জানা গেছে, শিবরামপুর কলেজের ৭ শিক্ষার্থী মানবিক বিভাগ থেকে এ বছর এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। এর মধ্যে ৭ জনই অকৃতকার্য হয়েছেন। এ কলেজের প্রভাষক শান্ত শিকদার জানান, ৭ শিক্ষার্থীর সবাই ইংরেজি বিষয়ে ফেল করায় এ ফল বিপর্যয় ঘটেছে।

অন্যদিকে, মহম্মদপুর উপজেলা সদরের ড. বীরেন শিকদার স্কুল অ্যান্ড কলেজের মানবিক বিভাগের তিন পরীক্ষার্থীর তিনজনই অকৃতকার্য হয়েছেন। এ কলেজের অধ্যক্ষ মিজানুর রহমান মোল্লা বলেন, গত বছর এ কলেজের শিক্ষার্থীরা প্রথমবার এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নেয়। প্রথমবার ভালো ফল করলেও এবার অংশ নেওয়া তিন পরীক্ষার্থীই অকৃতকার্য হয়েছেন।

এদিকে কুমিল্লা শিক্ষা বোর্ডের অধীন নোয়াখালীর বেগমগঞ্জ উপজেলার একটি মহাবিদ্যালয় থেকে কোনো শিক্ষার্থী পাস করেননি। কলেজটি হচ্ছে বেগমগঞ্জ উপজেলার চৌমুহনী শহরের বেগমগঞ্জ আপার মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ। এ ঘটনায় অভিভাবক ও শিক্ষার্থীদের মাঝে চরম হতাশা দেখা দিয়েছে।

অনুসন্ধানে জানা যায়, বেগমগঞ্জ আপার মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজ থেকে চলতি বছর অনুষ্ঠিত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১৭ শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে ১৭ জনই অকৃতকার্য হন। এতে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক ও শিক্ষাদান পদ্ধতি নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। বেগমগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ফরিদা খানম বলেন, এ বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হবে এবং জবাবদিহিতার আওতায় আনা হবে।